যুগান্তর

তারিখ ...23 JAN 2008...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ফোকাস বাংলা
শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান তার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন

বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার সমাধান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে

—শিক্ষা উপদেষ্টা

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার সম্মানজনক এ সমাধান থেকে সরকার ও জনগণের শেখার অনেক কিছু আছে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সবাই যেন গ্রহণ করেন। যেসব শিক্ষক ও ছাত্র মুক্তি পেলেন, তাদেরও অনেক ভূমিকা রাখতে হবে। জাতীয়

আছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

আছে : অনেক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জীবনকে ভালোভাবে এগিয়ে নিতে তারা নিশ্চয়ই ভূমিকা রাখবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইস্যুতে মঙ্গলবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, সরকার দৃঢ়ভাবে মনে করে, যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির সমাধান টানা হয়েছে তা সঠিক ছিল। তিনি বলেন, সরকারকে দেশের আইন এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার সমাধানও সেসব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে করতে হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, রাষ্ট্রপতি কারাবন্দি শিক্ষকদের দণ্ড মওকুফ করেছেন। তারা এখন মুক্ত। একই সঙ্গে তারা আগের মতো স্বপদে বহাল থেকে শিক্ষকতা করতে পারবেন। দণ্ড মওকুফের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি তাদের চাকরিতে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন।

হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, সরকার একটা সম্মানজনক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অধ্যায়কে অতিক্রম করে আরও বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পথে যেতে চায়। বিশেষ করে এ বছরের মাথায় সুষ্ঠু নির্বাচন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সরকার আরও ভালোভাবে মনোনিবেশ দিয়ে করতে চায়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সরকার জন্য সরকারের ব্যাপক প্রয়াস ছিল। এজন্য প্রথম থেকেই প্রতিটি দফতর যথেষ্ট কাজ করেছে। সরকারের প্রতিটি অঙ্গ নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করেছে। কোথাও কোন সময়ে যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সরকার অপেক্ষা করেছে। তিনি মনে করেন, এ ঘটনার সম্মানজনক সমাধানের মধ্য দিয়ে জাতি হিসেবে সবাই ধৈর্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা বন্দি শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ জানালেও তা বিক্ষোভে রূপ দেননি। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে মনে রাখতে হবে, নৈরাজ্যের সংস্কৃতি আর নয়। জাতি এ সংস্কৃতি আর দেখতে চায় না।

উপদেষ্টা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার সমাধান প্রক্রিয়া নিয়ে জনমনে মতভেদ থাকবে। বিষয়টিকে অনেকে অনেকভাবে বিশ্লেষণ করতে চাইবেন। কিন্তু দেশের সার্বিক স্বার্থ বিবেচনা করে সবাইকে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, যে মামলাগুলো রায়ের পর্যায়ে ছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। যেসব মামলায় দণ্ড হয়েছে তা রাষ্ট্রপতি মওকুফ করেছেন। মঙ্গলবার একদিনে ১০টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে নীতির ভিত্তিতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর মধ্যে বিভাজন টানা হয়েছে। যে মামলায় সহিংস ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে